কমপিউটার জগতের খবর

কলকাতায় সফটওয়্যার পল্লী নির্মাণ করে

একটি কোম্পানী ১০,০০০ কমপিউটার পেশাজীবী নিয়োগ করছে

(ভারত প্রতিনিধি)

কলকাতাভিত্তিক রপ্তানীমুখী সফটওয়্যার কোম্পানী টেকনা (Techna) ডিজিটাল সার্ভিসেস লিঃ একটি সফটওয়্যার পল্লী স্থাপন করতে যাচ্ছে। এতে শেয়ার বাজারের বিলিয়নিয়ার জর্জ সরোজ অর্থ বিনিয়োগ করবে এবং কোম্পানীটিতে ১০,০০০ কমপিউটার পেশাজীবীর কর্মসংস্থান হবে। টেকনার প্রেসিডেন্ট ডঃ আলো ঘোষ জানিয়েছেন– জর্জ সরোজ পৃথিবীর সেরা সফটওয়্যার কোম্পানীর ১২টির বেশিরভাগ শেয়ার কিনেছেন। তিনি টেকনাতেও অধিক বিনিয়োগে আগ্রহী।

কলকাতাকেন্দ্রিক টেকনার ভারতে বোম্বে এবং মাদ্রাজ ছাড়াও লণ্ডন, ফিলাডেলফিয়া, সিলিকনভ্যালী, হংকং এবং টোকিওতে সহযোগী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার বাজারে নিবন্ধিত হবার জন্য শিগগিরই এই কোম্পানীগুলো একীভূত হবে।

ডঃ ঘোষের পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ২ বছরের মধ্যে অফিস, স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক, বাসস্থান, বিনোদন কেন্দ্র ও অন্যান্য অবকাঠামোসহ টেকনা কলকাতাতে একটি কমপিউটার সফটওয়্যার পল্লী স্থাপন করবে। ডঃ ঘোষের মতে– "সফটওয়্যার ব্যবসায়ে মূলধন কোন সমস্যা নয়। কিন্তু সফটওয়্যার পেশাজীবীদের কলকাতায় কাজ করায় প্রলুব্ধ করতে সঠিক পরিবেশ তৈরি করা দরকার।"

কলকাতার সল্টলেক ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্সে অবস্থিত টেকনার রপ্তানী আয় ১৯৯৪ সালে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ডলার হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে এতে ৫০০ সফটওয়্যার পেশাজীবী কর্মরত আছেন। সঙ্গে রয়েছেন ৬জন আমেরিকান কমপিউটার পেশাজীবী। কোম্পানীর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সাত্ত্বিন জানিয়েছেন– "আগামী দু বছরের মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানে ১০,০০০ কমপিউটার পেশাজীবী নিয়োগ করা হবে।"

কলকাতাভিত্তিক অন্য একটি প্রতিষ্ঠান আরএস সফটওয়্যার ইণ্ডিয়া লিঃ বাজারে তার পাবলিক শেয়ার ১.২ কোটি রুপী থেকে বাড়িয়ে ৪.৩৫ কোটি রুপী করছে। এতে কোম্পানীটির মোট ইস্যুর মূল্য দাঁড়াবে ৬.৩ কোটি রুপী। আমেরিকার অর্থ বিনিয়োগকারী সংস্থা মর্গান স্ট্যানলী বর্ধিত শেয়ারের ১০% কিনবে। বর্ধিত শেয়ারের ৭৫% শেয়ারই অন্যান্য অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে অগ্রিম বিক্রি হয়ে গেছে। ২৫% মার্চ মাসে পাবলিক শেয়ার হিসাবে বাজারে ছাড়ার কথা।

এদিকে বোম্বেভিত্তিক সিটিকর্প ইনফরমেশন টেকনোলজী ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ ব্যাঙ্গালোরে ১৯,০০০ বর্গফুটের একটি সফটওয়্যার টেকনোলজী পার্ক স্থাপন করেছে। কোম্পানীটির বর্তমান অর্থ বছরে ২৩.৫ কোটি রুপী আয় হবে বলে আশা করছে। এতে নিয়োজিত প্রতিটি কর্মচারীর বিপরীতে কোম্পানীটি আয় করছে ২০,০০০ মার্কিন ডলার। ✤

কম্প্যাক এখন এক নম্বর অবস্থানে

(আমেরিকা প্রতিনিধি)

কম্প্যাক কমপিউটার কর্পো. আইবিএমকে ছাড়িয়ে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কমপিউটার সার্ভার প্রস্তুতকারক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে।

কম্প্যাক নর্থ আমেরিকার সিস্টেম মার্কেটিং ম্যানেজার এন্থনি সিপলিক সম্প্রতি রয়টারের সাথে এক সাক্ষাৎকারে জানান যে এক মাসে তাদের নতুন সার্ভার পরিবার বাজারে ছাড়ার পর এবং গত বছরে সার্ভারসমূহ মিলিয়ে তারা শীঘ্রই বিশ্বের এক নম্বর সার্ভার নির্মাতার স্থান দখল করতে যাচ্ছে।

১৯৯৩ সালে কম্প্যাক আমেরিকাতে অন্যতম প্রধান সার্ভার প্রস্তুতকারক ছিল। কম্প্যাকের নতুন সার্ভারটির নাম Prosignia VS যা বড় বড় কোম্পানীর শাখা অফিস ও মাঝারি আকারের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহৃত হবে।

এদিকে কম্প্যাকের ডিরেক্টর অফ পোর্টেবল মার্কেটিং বিল পিটারসনের মতে কম্প্যাক পোর্টেবল পিসির বাজারের নেতৃত্বও জোরদার করছে। বিশেষ করে LTE Elite নোটবুক লাইন দিয়ে।

এ বছরের ২য় কোয়ার্টারে কম্প্যাক তার দুবছরের পুরাতন LTE Lite নোটবুক লাইন প্রতিস্থাপন করবে।

ডাটাকোয়েস্ট নামে কমপিউটার উপদেশনা প্রতিষ্ঠানের মতে ১৯৯৩ সালে ১২% শেয়ার নিয়ে কম্প্যাক বিশ্ব পোর্টেবল পিসি বাজারে ১ নম্বর অবস্থানে রয়েছে। বিল পিটারসনের মতে কম্প্যাকের এ ধারা অব্যাহত থাকবে। ✤

এপল আবার ডেস্কটপ পিসিতে নতুন যুগের সূচনা করতে যাচ্ছে

এপল কমপিউটার ইনক পাওয়ারপিসি ভিত্তিক পাওয়ার ম্যাকিন্টোশ বাজারে ছেড়েছে। সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের লিংকন সেন্টারে এক জমজমাট অনুষ্ঠানে সাংবাদিক, এনালিষ্ট, কমপিউটারবিদসহ প্রায় ৭০০ কমপিউটার কোম্পানীর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে নতুন এই পাওয়ার ম্যাকিন্টোশ বাজারে ছাড়ার ঘোষণা দেয়া হয়।

ভিন্ন ভিন্ন তিনটি মডেলের সর্বনিম্ন মডেলে রয়েছে ৬০ মেঃ হাঃ গতিসম্পন্ন প্রসেসর। এছাড়াও রয়েছে ৬৬ - এবং ৮০ মেঃ হাঃ গতির আরও দুটি মডেল।

পাওয়ার ম্যাকিন্টোশে নিজস্ব দেড় শতাধিক এপ্লিকেশন ছাড়াও দেড়শত ননম্যাকিন্টোশ এপ্লিকেশন চলবে। ডস ও উইন্ডোজ ভিত্তিক এপ্লিকেশন চালানোর মত করে তৈরি এটির পরবর্তী মডেলসমূহে ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম চালানোর জন্য জোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

এপল পাওয়ার ম্যাকিন্টোশের সর্বনিম্ন গতির মেশিনটিও পেন্টিয়াম বা ওয়ার্কস্টেশনের চেয়ে দ্রুত বলে দাবী করছে।

অবশ্য এপল পাওয়ার ম্যাকিন্টোশ বাজারে ছাড়ার আগেই এর ভবিষ্যৎ অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে সিস্টেম ৭.৫ কে পরিচিত করে তোলার চেষ্টা চালিয়েছে।

পরবর্তীতে পাওয়ার ম্যাকিন্টোশে নতুন ইন্টারফেস সংযোজন করা হবে যাতে ইলেকট্রনিক ডকুমেন্টের কাজ করা যাবে; আর এতে– মেইল, ফ্যাক্স, কণ্ঠস্বরের জন্য ইউনিভার্সাল মেইল বক্স থাকবে। এছাড়াও পাওয়ার ম্যাকিন্টোশের মাধ্যমে খুব সহজেই ইন্টারনেটের এক্সেস পাওয়া যাবে।

পাওয়ার ম্যাকিন্টোশের জমজমাট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ওয়ার্ডপারফেক্ট, এলডাস, এডোবির প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। মাইক্রোসফট-এর প্রধান বিল গেটস ইউরোপে থাকায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারায় দুইজন প্রতিনিধি এবং তার ভিডিও টেপকৃত ভাষণ পাঠান। তিনি আগামী মাস থেকেই পাওয়ার ম্যাকিন্টোশের জন্য সফটওয়্যার তৈরির প্রতিশ্রুতি দেন।

এপল-এর পাওয়ার ম্যাকিনটোশ

পাওয়ার ম্যাকিন্টোশের অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে যদিও এপলের সিস্টেম ৭.৫ এর কথা বলা হয়েছে তবুও এতে ডস এবং উইন্ডোজও অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে কাজ করবে। ডসের আওতায় আনার কারণ– ম্যাক ও উইন্ডোজ মিলিয়ে যত এপ্লিকেশন এখন রয়েছে তার দ্বিগুণের চাইতেও বেশি রয়েছে ডসের এপ্লিকেশন।

পাওয়ার ম্যাকিন্টোশের গতির কারণে এটির জনপ্রিয়তা এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। গ্রাফিক্স এবং পেইন্টিং এপ্লিকেশন পেন্টিয়ামের চাইতে দ্রুত গতিতে এবং ম্যাথমেটিকা সফটওয়্যার স্পার্কস্টেশনের চেয়েও দ্রুত গতিতে পাওয়ার ম্যাকে চলে। অনুবাদকারী সফটওয়্যার চালিয়ে দেখা গেছে ইংরেজী থেকে জাপানী ভাষায় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অনুবাদ করা সম্ভব।

এদিকে পাওয়ার ম্যাকিন্টোশের ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথেই এপল সরবরাহকারীদের কাছ থেকে ১,৫০,০০০ ইউনিটের জন্য অর্ডার পেয়ে গেছে।

বছরের শেষ নাগাদ পাওয়ার ম্যাকের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এক মিলিয়ন ইউনিট ধরা হয়েছে। পাওয়ার ম্যাক দিয়ে বিশ্ব পিসি বাজারে এপল তার শেয়ার দ্বিগুণেরও বেশি বাড়াতে চাচ্ছে।

তবে পাওয়ার ম্যাকের মূল্য যদিও বলা হচ্ছে পেন্টিয়াম ভিত্তিক পিসির চাইতে কম, কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার যে, পাওয়ার ম্যাকিন্টোশের মূল্য শুধু সিস্টেমটির জন্য। এর সাথে কীবোর্ড, মনিটর হার্ড ডিস্ক ইত্যাদির মূল্য যোগ করলে তা পেন্টিয়াম পিসির চাইতে বেশী পড়বে বলে অনেকে দাবী করছেন।

আইবিএম-এর পাওয়ারপিসির আগেই পাওয়ার ম্যাকিন্টোশ বাজারে ছাড়ার ফলে এপল প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রইল। কিন্তু বছর শেষে যদি আইবিএম আরও কমদামে পাওয়ারপিসি ভিত্তিক পিসি বাজারে ছাড়ে তখন প্রতিযোগিতা জমে উঠবে ভালভাবে।

বাংলাদেশেও পাওয়ার ম্যাকিনটশের প্রচুর চাহিদা হবে বলে এপল-এর বাংলাদেশের মাস্টার রিসেলার আনন্দ কমপিউটার্সের প্রধান নির্বাহী মোস্তাফা জব্বার জানান– এরই মধ্যে বাংলাদেশে আমদানী করার সাথে সাথে তাঁরা ৩টি পাওয়ার ম্যাকিনটোশ বিক্রি করেছেন। ক্রেতাদের মধ্যে পাওয়ারপিসি সম্পর্কে তিনি প্রচুর আগ্রহ দেখছেন বলে কমপিউটার জগৎ-কে জানান। ✤

বাংলাদেশ রেলওয়েতে কমপিউটারাইজেশন

বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলে ৩৩টি ষ্টেশনে 'কমপিউটারাইজড সিট রিজার্ভেশন ও টিকেট ইস্যুয়িং সিষ্টেম' প্রবর্তনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং টেকনোহেভেন কোম্পানীর মধ্যে গত ২১ মার্চ এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষে চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার এম এ আলীম এবং টেকনোহেভেন কোম্পানীর পক্ষে প্রেসিডেন্ট হাবিবুল্লাহ এন করিম চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের জেনারেল ম্যানেজার এম মতিনসহ বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান এবং টেকনোহেভেন কোম্পানীর টেকনিক্যাল সাপোর্ট ম্যানেজার মাহমুদ হোসেন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এই চুক্তির আওতায় প্রথম পর্যায়ে ঢাকা–চট্টগ্রাম সেকশনে ১১টি ষ্টেশনে কমপিউটারের মাধ্যমে টিকেট বিক্রয় করা হবে। এই সিষ্টেমে যে কোন গন্তব্যের ষ্টেশনের জন্য ৩০ দিন মেয়াদের আগাম আসন সংরক্ষণ, ফিরতি আসন সংরক্ষণ এবং ফরওয়ার্ড রিজার্ভেশন করা যাবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সিলেট, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, বাহাদুরাবাদ, জামালপুর এবং জগন্নাথগঞ্জ রুটের আরও ২২টি ষ্টেশন কমপিউটারাইজড সিষ্টেমের আওতায় আনা হবে।

দুই পর্যায়ে বিভক্ত এই কমপিউটারায়ন এর কাজ এক বছরের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। এই পদ্ধতি চালু হলে যাত্রীসাধারণ টিকেট ক্রয়কালে কাউন্টারের সামনে কাষ্টমার ডিসপ্লেতে অবিক্রিত আসনের সংখ্যা এবং টিকেটের সঠিক মূল্য দেখতে পাবেন।

এই প্রকল্প বাস্তবায়ন বাংলাদেশ রেলওয়ের আধুনিকীকরণে ও যাত্রী সেবার মানোন্নয়নে একটি মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত হবে। (খবর বিজ্ঞপ্তির)

বস্ত্র শিল্পে এমআইএস

বস্ত্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিষ্টেম (এমআইএস) করার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রস্তাবিত এমআইএস দু'টি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে। প্রথমটি ১৯৯৪-৯৫ বর্ষ থেকে তিন বছরের পরীক্ষামূলক (গবেষণামূলক) পর্যায় এবং দ্বিতীয়টি ১৯৯৭ সাল থেকে পরিপূর্ণ প্রয়োগ। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় বস্ত্র সেক্টরে এমআইএস এর উন্নয়ন, পরীক্ষণ এবং স্থাপন করার জন্য জরীপ সম্পন্ন করেছে। 'দি সেন্টার ফর কমপিউটার ষ্টাডিজ' সম্প্রতি ডাটাবেজের নিয়ম ও পদ্ধতি উন্নয়নের ব্যাপারে এ জরীপ চালায়। এবং এরই মধ্যে সফ্‌ট ওয়্যার তৈরির কাজও সম্পন্ন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত এমআইএস উর্ধ্বতন নীতি নির্ধারকদের প্রয়োজনীয় তথ্য যোগান দেয়ার অন্য মাইক্রো এবং ম্যাক্রো উভয় সিষ্টেমকে পর্যালোচনা করবে। এর ম্যাক্রো পর্যালোচনা জাতীয় এবং বৃহৎ প্রকল্পসমূহকে আর মাইক্রো পর্যালোচনা ছোট ছোট সাব সেক্টরগুলোকে নিয়ে কাজ করবে। ✤

এ-ফোর সাইজের পোর্টেবল পিসি

জাপানের সিকো এপসন কোম্পানী PC-486 PORTABLE নামে এ-ফোর ফাইল সাইজের একটি পোর্টেবল পিসি বাজারে ছাড়ছে। এতে কী-বোর্ড বা কলমের সাহায্যে ডাটা ইনপুট করা যাবে। এটিকে ভাজ করে পকেট নোটবুকের মত করে পকেটে বহন করা যাবে। এর মেমরী হচ্ছে ৩.৬ মেগাবাইট। ✤

আই সি এম এস-এর বৃত্তিমূলক কমপিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

ইনষ্টিটিউট অব কমপিউটার ম্যানেজমেন্ট এন্ড সায়েন্স (আইসিএমএস) "কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রমের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্প"-এর অধীনে কমপিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের অষ্টম ব্যাচ শীঘ্রই আরম্ভ করতে যাচ্ছে। চার মাস মেয়াদী কমপিউটার অপারেটর কোর্সে DOS, Wordperfect, Lotus 123, dBase III+, Wordstar (Fax ও Type Free) বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সপ্তাহে ৩ দিন ক্লাস হবে এবং প্রতিদিন ৩টি শিফটে প্রশিক্ষণ চলবে। ফরম সংগ্রহ ও বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন –

আই, সি, এম, এস ১০-বি, এভিঃ-১/৩, মীরপুর ঢাকা, ফোন-৮০২৪৫৮ অথবা রোড-২৭, বাড়ী-৬, ধানমন্ডি, ঢাকা, ফোন-৮১৭২১৪। ✤

চট্টগ্রাম বন্দরে কমপিউটার ক্রয়ে দূর্নীতি

(চট্টগ্রাম থেকে ফারুক বিন সাদেক)

রাজস্ব হিসাব বিভাগের একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্তকারী দল চট্টগ্রাম বন্দরের কমপিউটারায়ন প্রকল্পে এক চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন।

তদন্তে প্রকাশ এই প্রকল্পের টেন্ডারের জন্য কমপিউটার স্পেসিফিকেশন সংগত ছিল না। স্পেসিফিকেশন প্রণয়নকালে জাতীয় কমপিউটার কমিটি, বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল, বুয়েট-এর কমপিউটার ব্যুরো ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি। এভাবে প্রণীত স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে কমপিউটার ক্রয় প্রস্তাব জাতীয় কমপিউটার কমিটির নিকট প্রেরিত হলে কমিটি প্রস্তাবের উপর কোন রকম মন্তব্য না করে প্রয়োজনীয় কমপিউটারের দরপত্র আহবানের নির্দেশ প্রদান করে। এ সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনটি সঠিকভাবে প্রচারিত করা হয়নি। এছাড়া বন্দরে কমপিউটার ক্রয়ের দরপত্র দাতাদের সর্বনিম্ন দরপত্রদাতার কমপিউটার ক্রয় না করায় চট্টগ্রাম বন্দরের ৪৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯ শত ৮০ টাকা এবং মওজুদ বা ব্যবহারের বিবরণ ছাড়াই ক্রয় দেখিয়ে ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

হিসাব নিরীক্ষকগণ তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন - সর্বনিম্ন দরপত্রের একটি সংশোধন করে দরপত্রটি গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল না। গুণগতমান পরীক্ষা ছাড়াই সম্পূর্ণ অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ৬৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মনোনিত কমপিউটার ফার্মটিকে পরিশোধ করে বন্দরের আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে এবং ১৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ২০ টাকার দপরত্রটি বাদ দেওয়ায় বন্দরের ৪৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯ শত ৮০ টাকা ক্ষতি করা হয়েছে। এছাড়া কমপিউটারে অনভিজ্ঞ কতিপয় বন্দর কর্মকর্তাদের অফিস কক্ষে অহেতুক কমপিউটার স্থাপন করে ২৩,৬৯,০০০ টাকার ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

১ কোটি ১৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকার কমপিউটার ও কমপিউটার যন্ত্রাংশের মওজুদ, স্থাপন ও ব্যবহার সংক্রান্ত হিসাব দেখানো হলেও এসব সামগ্রীর কোন অস্তিত্ব বন্দর কর্তৃপক্ষের রেকর্ডে নাই এবং কোন মওজুদ বিবরণীও পাওয়া যায়নি। ক্রয়কৃত মালামাল কোথায় স্থাপন করা হয়েছে তারও কোন রেকর্ড নেই। কমপিউটারসহ উক্ত মালামাল বন্দরের সম্পদ খতিয়ানে অন্তর্ভূক্ত হয়নি। এবং বিপুল আর্থিক খরচের সত্যতা হিসাব নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। ফলে বন্দর কর্তৃপক্ষের কমপিউটার প্রকল্পের সর্বমোট প্রায় ২ কোটি টাকার কোন হিসাব মেলেনি।

রাজস্ব হিসাব বিভাগের উপ-পরিচালক গত ১৫ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যানের নিকট দোষী কর্মকর্তাদের নিকট থেকে সমুদয় অর্থ আদায় করে বন্দর তহবিলে জমা দেয়ার পরামর্শ দেন। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে বন্দর কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন। ✤

হারিয়ে যাওয়া শিশুদের খুঁজে দিতে সাহায্য করবে কমপিউটার

(ইংল্যান্ড প্রতিনিধি)

প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ায় যুদ্ধে বাবা-মার কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়া সন্তানদের খুজে বের করতে সাহায্য করবে কমপিউটার। আমেরিকার আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা "ইউএসএইড" এবং জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশন এ ব্যাপারে বেসরকারী টেলিকমিউনিকেশন সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষে প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার সর্বত্র এবং পশ্চিম ইউরোপে অফিস খোলা হচ্ছে, যাতে থাকবে বিশেষ ধরণের প্রোগ্রাম সম্বলিত পিসি।

আন্তর্জাতিক সংস্থার আর্থিক সাহায্য এবং আমেরিকার ইডিএস এবং ফ্রান্সের বুল-এর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত এই প্রকল্পটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত বলকান এলাকার ৪০,০০০ থেকে ৬০,০০০ ছোট শিশুকে তাদের বাবা-মার সাথে মিলিত হতে সহায়তা করবে। এরা প্রায় চল্লিশটি মত দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

প্রকল্পটিতে সকল এলাকার হারানো শিশুদের (৪০/৬০ হাজার) ছবিসহ সমস্ত তথ্য একত্রিত করে একটি সিডিরমে ধারণ করে তা কপি করে সমস্ত দেশে পাঠানো হবে যা থেকে সহজেই হারানো শিশুদের বর্তমান অবস্থান জানা যাবে। ✤

৫০০ মেগাবাইটেরও বেশি ক্ষমতার ২.৫" হার্ডডিস্ক ড্রাইভ। আইবিএম জাপান লিঃ এবং ফুজিৎসু লিঃ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতার এ ধরণের ২.৫" হার্ডডিস্ক ড্রাইভ বাজারে ছেড়েছে।

অফিস ক্রিকেট লীগ '৯৪ এ কাপ পর্বে টেকভ্যালী

অফিস ক্রিকেট লীগ '৯৪ এর কাপ পর্বে উঠেছে একমাত্র কমপিউটার প্রতিষ্ঠান টেকভ্যালী কমপিউটার্স লিঃ। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান সোহেল এ তথ্য জানিয়েছেন।

টেকভ্যালী তাদের গ্রুপের ১ম খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে গ্রীনলেজ ব্যাংক দলকে ৮ রানে এবং ২য় খেলায় সহজেই আইএফআইসি ব্যাংক দলকে ৪৭ রানে পরাজিত করে। গ্রুপের শেষ খেলা রূপালী ব্যাংকের সাথে। পরাজিত হলেও টেকভ্যালীর কোন অসুবিধা হবে না। টেকভ্যালীর কর্মকর্তারা পরবর্তী পর্যায়ে উঠার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে আশাবাদী। ✤

এপলের অপারেটিং সিস্টেম অন্য কোম্পানী ব্যবহার করতে পারবে

এপল কমপিউটার ইনক. অন্য কোম্পানীকে তার অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করার লাইসেন্স প্রদান করবে বলে জানা গেছে। বিশ্বব্যাপী পিসির বাজারে এপলের অংশ ১১% থেকে বাড়িয়ে ২৫% উন্নীত করার লক্ষ্যে এপল এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে ইন্টেলের চিপ সম্বলিত মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের অপারেটিং সিস্টেম চালিত পিসি বাজারের ৮৫% দখল করে আছে। এপল তার প্রতিদ্বন্দ্বী কম্প্যাক কমপিউটার কর্পো. এবং ডেল কমপিউটার কর্পো. সহ বেশ কয়েকটি কোম্পানীর সাথে তার সিস্টেম ৭ ব্যবহারের লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে আলোচনা করেছে।

এই পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ম্যাকিন্টোশ সিস্টেমের সফটওয়্যার বেশি করে লেখা হবে বলে কোম্পানীটি আশা করছে। বর্তমানে বাজারে প্রচলিত প্রতি দশটি প্রোগ্রামের নয়টিই মাইক্রোসফটের ডস বা উইন্ডোজের জন্য লেখা। ✤

যুগান্তকারী অপটিক্যাল ডিস্ক

হিটাচী কেমিক্যাল কর্পো. ঘোষণা করেছে যে, তারাই পৃথিবীর সর্বপ্রথম রিরাইটেবল (অর্থাৎ সাধারণ ডিস্কের মত ধারণকৃত তথ্য মুছে নতুন তথ্য ধারণক্ষম) ডিস্ক তৈরি করেছে যা সাধারণ সিডি প্লেয়ারের সাথে কমপাটিবল। আগামী জুন মাসে তারা এটি নমুনা আকারে তৈরি করে সিডি প্রস্তুতকারকদের কাছে দিবে।

রিরাইটেবল অপটিক্যাল ডিস্ক তৈরিতে হিটাচীই প্রথম নয়। কিন্তু বাজারে এই পণ্যটিই প্রথম যা সিডি প্লেয়ার দিয়ে চালানো যাবে। শুধু প্লেব্যাক নয়, এতে কোন তথ্য থাকলে তা মুছা যাবে। নতুন প্রোগ্রাম রেকর্ড করা যাবে। এর ধারণক্ষমতা (মেমরী) আমাদের সাধারণ সিডির মতই। ✤

বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে টেলিফোন হটলাইন

মহাবিশ্বের উৎপত্তি, ঘাস কেন সবুজ? কমপিউটার কেমন করে কাজ করে? এ ধরনের বিজ্ঞান বিষয়ক যে কোন প্রশ্নের উত্তরই বৃটেনবাসীরা এখন জানতে পারবেন মাত্র একটি টেলিফোন নম্বরে ডায়াল করেই। বৃটিশ সরকার থেকে বিজ্ঞান উৎসুকদের জন্য একটি টেলি হটলাইন চালু করেছে। স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র থেকে নামী বিশেষজ্ঞরা এতে প্রশ্নের উত্তর দেবেন। নাগরিকদের মধ্যে বিজ্ঞান বিমুখতা দূর করতে ও বিজ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে সরকার এ পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রকল্পটিতে সরকারের ব্যয় হচ্ছে ৮০ হাজার পাউন্ড।

এএমডি'র 486SX 2 চিপ

এডভান্সড মাইক্রো ডিভাইসেস ইনক. তার প্রথম ক্লক দ্বিগুণকারী 486SX চিপ বাজারে ছেড়েছে। এটি ৫০ মেগাহার্টজে চলবে। এর পিন কনফিগারেশন এমন ভাবে করা হয়েছে যাতে এটি বর্তমানে প্রচলিত DX2 মাদারবোর্ডের সাথেও কম্পাটিবল হবে। এর দাম আমেরিকায় ১৬৫ ডলার। ✤

প্লেন পেপার ফ্যাক্স মেশিন

জাপানের মাৎসুশিতা গ্রাফিক কমিউনিকেশন সিস্টেমস ইনক "PANAFAX J" নামে ইঙ্ক জেট পদ্ধতির সস্তা একটি ফ্যাক্স মেশিন বাজারজাত করছে। কোম্পানীটি এই মেশিন ব্যাপকভাবে বাজারজাত করে এটিকে তাদের অন্যতম প্রধান পণ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। এতে B4 বা তার চেয়ে বড় কাগজ ব্যবহার করা যাবে। এটিতে ইঙ্ক জেটের অনেকগুলো অসুবিধা দূর করা হয়েছে এবং এর মুদ্রণ মান খুব চমৎকার, গতিও খুব দ্রুত। ৫১২ কেবি মেমোরিবিশিষ্ট এই মেশিনটিতে রয়েছে আরও বহুবিধ সুবিধা। ✤

সোনার খনির চেয়েও বেশী সোনা!

পুরানো দিনে আলকেমিষ্টগণ সীসা থেকে সোনা তৈরি করার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এখন জাপানী বিজ্ঞানীগণ সিলিকন চিপ থেকে এই মূল্যবান সোনা আহরণ করতে সাফল্য লাভ করেছেন।

কমপিউটার যন্ত্রাংশ তৈরি করতে প্রচুর পরিমাণ সোনা ব্যবহৃত হয়। ফলে কমপিউটারের কোন কোন অংশে প্রতি আউন্সে যে পরিমাণ সোনা থাকে বেশিরভাগ সোনার খনিতে তা থাকে না।

জাপানের টোহোকু ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট সম্প্রতি একটি সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এতে কমপিউটারের যন্ত্রাংশ যেমন– আইসি বা গোল্ডপ্লেটেড কানেক্টরসমূহ এসিডে ডোবানো হয়। তারপর এই এসিডের দ্রবণ একটি বিশেষ ধরণের পলিমারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। পলিমারটিতে এমন পদার্থ থাকে যা সোনার আয়নকে ধরে ফেলে। পরে জৈব দ্রাবকে পলিমারটিকে দ্রবীভূত করে এর থেকে সহজেই সোনাকে আলাদা করে ফেলা যায়। ✤

স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে সহায়তা. . .

আগামী বছর থেকে হংকংয়ের শিক্ষা বিভাগ নতুন কমপিউটারাইজড সিস্টেম ব্যবহার করবে। এই পদ্ধতি গ্রহণের ফলে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পছন্দমত স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে পক্ষপাতহীন সহায়তা পাবে। বিশেষ করে সবচেয়ে নামকরা স্কুলগুলোতে ভর্তির ব্যাপারে ভাল ছাত্ররা এখন অর্ধেকেরও কম সাফল্য লাভ করে। অনেক ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত জটিলতার জন্য অনেক মেধাবী ছাত্র ভাল স্কুলে ভর্তি হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। নতুন এই সিস্টেম ব্যবহার করার ফলে ছাত্রদের পিতামাতারাও স্বস্তিবোধ করছেন। ✤

বিএসিএন –এর এসেম্বলী কোর্স

বিএসিএন (বাংলাদেশ এডভান্স কমপিউটার এন্ড নেটওয়্যার্কিং) এর পরবর্তী হার্ডওয়্যার সংযোজন কোর্স আগামী ২০ এপ্রিল শুরু হবে। প্রকৌশলী জহীর রায়হানের তত্ত্বাবধানে সিকেডি ও এসকেডি পেজেলের এসেম্বলী কোর্সসহ অন্যান্য প্রোগ্রামিং কোর্সের জন্য ১৯, গ্রীন রোড, ফোন ঃ ৮৬৬৩৮৯–এই ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে। ✤

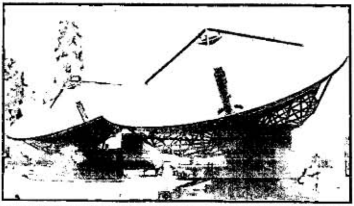

ভারতের কেরালার সমুদ্র তীরের ছোট্ট শহর ত্রিভান্দ্রামের সফটওয়্যার টেকনোলজী পার্কে স্থাপিত স্যাটেলাইট আর্থ ষ্টেশন। সম্প্রতি চালু হওয়া এই কেন্দ্র থেকে এই পার্কের এবং ত্রিভান্দ্রাম শহরের সফটওয়্যার রপ্তানীকারকগণ তাদের সফটওয়্যার ও সেবা বিদেশে দ্রুততর গতিতে পাঠাতে পারছে। এই ষ্টেশনের মাল্টিপল এক্সেস রেডিও সিস্টেমের সহায়তা এর ৩০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে অবস্থিত রপ্তানীকারকগণ গ্রহণ করতে পারবে। এর সাহায্যে পৃথিবীর যে কোন স্থানে ভিডিও কনফারেন্সিং এবং মেইনফ্রেমে এক্সেস করা যায়। বাংলাদেশে এ রকম একটি মাত্র আর্থ ষ্টেশন বসানোর অনুমতি দিলে ঢাকার কয়েক জন ব্যবসায়ী ডাটা এন্ট্রির যে কাজ হাতে পেয়েছেন তা দিয়ে দেশ আয় করতে পারে শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। চাকরি পেতে পারে হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবক। কয়েকজন ব্যবসায়ী নিজ অর্থ ব্যয়ে এ ধরনের আর্থ ষ্টেশন বসানোর অনুমতি চেয়ে সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারে দ্বারে ধরণা দিচ্ছেন তাদের হতাশাকে কেবলমাত্র দীর্ঘায়িত করার জন্য। ✤

আইটিইউ-এর ষ্টাডি গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান পদে আবদুস সলিম

বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এন্ড টেলিফোন বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুস সলিম বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকম ইউনিয়নের ১নং ষ্টাডি গ্রুপের ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। এই গ্রুপের চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন আলজেরিয়ার আলী হাজমা।

জনাব সলিম "বুয়েনস আয়ারস একশন প্ল্যান"-এর নীতি ও কৌশল নির্ধারণ নিরীক্ষা করবেন। বিশ্বজুড়ে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম উন্নয়নের লক্ষ্যে এই একশন প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে।

এদিকে আর্জেন্টিনার বুয়েনস আয়ারসে জেনেভাভিত্তিক আন্তর্জাতিক টেলিকম ইউনিয়নের সম্মেলনে আমেরিকার ভাইস-প্রেসিডেন্ট আল গোরে বিশ্বের ১৫০টি দেশের কর্মকর্তাদের তাদের দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে বাড়ানোর জন্য উন্নত টেলিকম সিস্টেম গ্রহণের তাগিদ দেন। তিনি বলেন, এই সিস্টেমসমূহই চূড়ান্তপর্যায়ে বিশ্ব জুড়ে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে তৈরি করবে। ✤

'কমপিউটার জগৎ' আয়োজিত দ্বিতীয় 'প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা '৯৩-এর ফলাফল ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণ করা হবে আগামী ২৮ এপ্রিল সকাল ১০ টায় জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগী এবং তাদের অভিভাবকদের উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

Epson-এর নতুন ইঙ্কজেট প্রিন্টার Stylus 300

এপসন সিঙ্গাপুর প্রাঃ লিঃ একটি নতুন মডেলের ইঙ্কজেট প্রিন্টার ছেড়েছে। Stylus 300 নামের এই প্রিন্টারটি প্রতি ইঞ্চিতে ১০ ক্যারেক্টার হিসেবে প্রতি সেকেণ্ডে ১১০ ক্যারেক্টার প্রিন্ট করতে পারে। প্রতি ইঞ্চিতে ২০ ক্যারেক্টার হিসেবে প্রতি সেকেণ্ডে ২২০ ক্যারেক্টার প্রিন্ট করতে পারে। এই প্রিন্টার দিয়ে ইনভেলপ এবং ট্রান্সপারেন্সীতেও প্রিন্ট করা যায়।

১৭ X ১০.৫'' জায়গা দখলকারী এই প্রিন্টারটি খুব নীচু শব্দে প্রিন্ট করতে পারে। এতে ৬টি টাইপফেস বিল্টইন অবস্থায় থাকে। আরও রয়েছে ৮ থেকে ৩২ পয়েন্টের ৪টি স্কেলেবল ফন্ট। ✤

সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য কম্প্যাকের স্বীকৃত প্রশিক্ষণ

সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারদের পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কম্প্যাক কমপিউটার, এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য কম্প্যাকের স্বীকৃত সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার কর্মসূচী (Accredited Systems Engineer Program, ASE) চালু রয়েছে। এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলংকা এবং বাংলাদেশ।

মাইক্রোসফট, নোভেল, এসসিও এদের অপারেটিং সিস্টেমের সাথে কম্প্যাক সিস্টেম সম্পৃক্ত করে ব্যবহারকারীদের নাগালে আনার জন্য অভিজ্ঞ সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার তৈরির লক্ষ্যে কম্প্যাকের এ প্রোগ্রাম যথেষ্ট ফলপ্রসু ভূমিকার স্বাক্ষর রাখছে।

উল্লেখ্য, কম্প্যাকের এ প্রোগ্রামের মধ্যে মাইক্রোসফট এনটি, নোভেল নেটওয়্যার, এসসিও ওপেন সিস্টেমের উপর আলাদা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কমপিউটারের বেশ জটিল সমস্যাসমূহের সমাধান দিতে পারবে। ঢাকায় ফ্লোরার লিমিটেডের পরিচালক মোস্তফা রফিকুল ইসলাম সম্প্রতি কম্প্যাকের এ প্রোগ্রামের আওতায় প্রশিক্ষণ নেন এবং ASE'র সনদপত্র লাভ করেন। জনাব ইসলাম বাংলাদেশের প্রথম ASE প্রকৌশলী হিসেবে গ্রাহকদের সেবা প্রদানে সক্ষম হবেন। ✤

ওয়াং এখন নতুন নামে

ওয়াং ল্যাবরেটরীজ (তাইওয়ান) লিঃ আনুষ্ঠানিকভাবে তার আমেরিকান কোম্পানীর সাথে জোটচুক্তি বাতিল করার পর এপ্রিল থেকে প্রেসিডেন্ট টেকনোলজী ইনক (পিটিআই) নামে কার্যক্রম শুরু করেছে। এটি বর্তমানে ১০০% তাইওয়ানী কোম্পানী।

তাইপের কাছে তাইওয়ানের এই ফ্যাক্টরীটি ১৯৯১ সালে ISO 9002 সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। বর্তমানে এটিতে মনিটর, নোটবুক কমপিউটার, ডেস্কটপ পিসি এবং সিস্টেমবোর্ড তৈরি করা হবে।

পিটিআই তার পণ্যের বিশ্বব্যাপী ওয়ারেন্টি সেবা প্রদানের জন্য সম্প্রতি তাইওয়ানের ডিইসি কোম্পানীর সাথে এক যৌথ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। ✤

Dell সনির তৈরি পিসি বিক্রি করবে

(আমেরিকা প্রতিনিধি)

এ বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে আমেরিকার ডেল কমপিউটার কর্পো. নিজের ব্রাণ্ড নামে সনির তৈরি পিসি বিক্রি করবে।

সনি ডেল-এর জন্য তার জাপান এবং আমেরিকার কারখানায় ১০,০০০ নোটবুক কমপিউটার তৈরি করবে। সনি এগুলোতে তার নিজের আইবিএম কম্প্যাটিবল সিপিইউ ব্যবহার করে ডেলকে ১০টি বিভিন্ন মডেল সরবরাহ করবে। সনির উচুমানের সিপিইউ অপারেটিং স্পীড এবং স্ক্রীনের মান উন্নত করে ডেলের নোটবুক পিসির বিক্রি বাড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত বছর নোটবুক পিসির উৎপাদন বন্ধ করার পর থেকেই তার সরবরাহ পাবার জন্য ডেল জাপানী পিসি প্রস্তুতকারক খুজছিল। ✤

ডঃ রব্বানী'র পৃষ্ঠপোষকতায় বাইটেক গ্রুপের VOLT-GUARD

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ সিদ্দিক-ই-রব্বানীর প্রযুক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকার নতুন পান্থপথে স্থাপিত হয়েছে বাইটেক নামক একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্রের উদ্ভাবনা প্রতিষ্ঠান। কমপিউটারসহ অন্যান্য বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতি রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানটি এরই মধ্যে বেশ উন্নতমানের সামগ্রী উদ্ভাবন করেছে বলে ডঃ রব্বানী জানিয়েছেন। VOLT-GUARD নামের তাদের উদ্ভাবিত যন্ত্রটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামকে বৈদ্যুতিক ত্রুটি থেকে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক। কমপিউটারের জন্য ভোল্ট গার্ডে বাড়তি সুবিধা হিসেবে রয়েছে ভোল্টেজ ষ্ট্যাবিলাইজার, স্পার্জ সাপ্রেসর, আর এফ (RF) ফিল্টার।

ডঃ রব্বানীর এককালের ছাত্র একেএম শামসুদ্দুহা সামগ্রীকভাবে দাঁড় করিয়েছেন বাইটেক।

উল্লেখ্য, ডঃ রব্বানী ছাত্রদের নিয়ে প্রথম BAEPRO / DESHTECH নামক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করালেও এখন তারা সেখানে নেই। ✤

বাংলাদেশে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কোর্স

বাংলাদেশে এই প্রথম বারের মতো লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ডস্মীথ কলেজ "কমপিউটার ও ইনফরমেশন সিস্টেমস্" বিষয়ে বি, এস্‌সি (অনার্স) ডিগ্রী কোর্স চালু করার জন্য ঢাকাই মাইক্রোল্যাণ্ড ইণ্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কমপিউটার অ্যাণ্ড ইলেক্ট্রনিক্স প্রতিষ্ঠানটিকে সাময়িক অনুমতি দিয়েছে। তিনটি লেভলে বিভক্ত ডিগ্রীটি ৩ বছরে পূর্ণকালীন এবং ৪ বছরে খণ্ডকালীন হিসেবে সম্পন্ন করা যাবে।

স্থানীয় বৃটিশ কাউন্সিলে প্রতি বছর মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিস্তারিত জানার জন্য - মাইক্রোল্যাণ্ড, বাড়ী ৬, সড়ক ১৪, ধানমণ্ডি আ/এ ঢাকায় অথবা ফোন : ৩২৪৮৪৩ তে যোগাযোগ করতে পারেন। ✤

দেশওয়ারী ভাগে ভাগ করে কম্প্যাক তাদের ব্যবসায়ীক অঞ্চল নতুনভাবে সাজাচ্ছে

কম্প্যাক কমপিউটার এশিয়া ১৯৯৫ সনে ১ বিলিয়ন ডলারের কোম্পানী হিসেবে দাঁড় করানোর লক্ষ্যে দেশওয়ারী ভাগ করে ব্যবসায়ীক অঞ্চল সাজিয়েছে।

সমগ্র বিশ্বব্যাপী কম্প্যাকের বাজার প্রসারের লক্ষ্যে এবং কম্প্যাকের ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের জন্য নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫টি বড় অঞ্চল তৈরি করেছে। আর সেখানে নেতৃত্বদানের জন্য কর্তাদের মনোনয়ন ইতিমধ্যেই দেয়া হয়েছে।

দেশওয়ারী ৫টি অঞ্চল হচ্ছে আসিয়ান দেশসমূহ, অস্ট্রেলিয়া / নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ এশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া মিলিয়ে বিজনেস ডেভেলপমেণ্ট গ্রুপ, চীন, আর হংকং-কোরিয়া-তাইওয়ান মিলে পূর্ব এশিয়া। ✤

সাড়াশী আক্রমণের মুখে ইন্টেলের আধিপত্য হ্রাস হতে যাচ্ছে

মাইক্রোপ্রসেসর জগতের একচ্ছত্র অধিপতি ইন্টেল কর্পোরেশনের বাজার সঙ্কুচিত হতে যাচ্ছে।

কোম্পানীটি নতুন নতুন 486 এবং পেন্টিয়াম প্রসেসর বাজারে ছাড়ালেও আগের মত প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে আর বছর-বছর এগিয়ে থাকতে পারছে না। মার্চ মাসে ৭ তারিখ ইন্টেলের ৩৩/১০০ মেগাহার্টজের DX4 চিপ ছাড়ার সাথে সাথে তাকে অন্যান্য X86 চিপ প্রস্তুতকারকদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে।

ইন্টেলের DX4 ছাড়ার প্রায় একই সময়ে আইবিএম তার ৩৩/১০০ মেগাহার্টজের 486 Blue Lightning চিপ ছাড়ছে। এ বছরের শেষের দিকে এএমডি এবং সাইরিক্স কর্পো. ক্লক তিনগুণকারী 486 চিপ বাজারে ছাড়বে। পেন্টিয়ামের বেলায়ও প্রায় তা-ই ঘটবে।

তবে এদের সীমিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং বাজারে ক্রেতাদের কাছে পাওয়ারপিসি গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ইন্টেল বাজারে নেতৃত্ব দানকারী হিসেবেই থাকবে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা মাইক্রোপ্রসেসর বাজারে ইন্টেলের দখল ৯০% থেকে কমে অচিরেই ৭০%-এ দাঁড়াবে। ✤

ক্যানন-আইবিএম চুক্তি

কপিয়ার এবং ক্যামেরা তৈরিতে খ্যাত ক্যানন ইনক এবং আইবিএম পাওয়ারপিসি চিপ ব্যবহার করে ডেস্কটপ কমপিউটার ছাড়াও সাবনোটবুক, পারসোনাল ডিজিটাল এসিস্ট্যান্ট এবং অফিস যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের এক সহযোগিতা চুক্তি করেছে। ক্যানন পাওয়ারপিসির ভবিষ্যত উন্নয়নের দিক নির্দেশনায় আইবিএম এবং মটরোলার সাথে যোগ দিবে।

উল্লেখ্য যে, ক্যানন এক বছর আগে এপলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা স্টীভেন জব্‌সের নেক্সট কমপিউটার ইনক-এর হার্ডওয়্যার ডিজাইন সেন্টার কিনে নিয়েছে। জব্‌স এখন কেবলমাত্র সফটওয়্যার ব্যবসায় রয়েছেন। ✤

হজ্ব যাত্রীদের জন্য কমপিউটারে লটারী

সম্প্রতি দেশে প্রথমবারের মত ১৯৯৪ সনের হজ্ব পালনকারীদের সৌদি আরব যাওয়া আসার জন্য বিমানের তারিখ নির্ধারণ, মক্কায় আবাসস্থল চূড়ান্ত করণের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের আদমশুমারী ও জনতত্ত্ব কার্যালয়ে সরকারী ব্যবস্থাপনায় কমপিউটারের মাধ্যমে লটারী অনুষ্ঠিত হয়। এতে করে হজ্ব যাত্রীদের গমনাগমন ও মক্কায় বাসস্থান নিরপেক্ষভাবে নির্ধারিত হবে। ✤

দ্রুত কমপিউটার জগৎ পেতে হলে

"কমপিউটার জগৎ" বের হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঢাকায় পাওয়া যায়–

নিউ মডেল লাইব্রেরী-বেনীকমপ্লেক্স, উত্তরা ; জ্ঞান কোষ-সোবহানবাগ মসজিদের নীচে ; মোস্তফা বুক স্টল কলাবাগান বাস স্ট্যাণ্ড ; আম্মান বুক স্টল-সাইন্স ল্যাবরেটরী ; মনা নিউজ কর্ণার-পিজি হাসপাতালের নীচে ; অনুপম জ্ঞানভাণ্ডার-ঢাকা স্টেডিয়াম (দোতলা) ; সাগর পাবলিশার্স-নিউ বেইলী রোড ; সৃজনী-কমলাপুর রেল স্টেশন।

১০০ মেগাহার্টজের পাওয়ারপিসি

মটরোলা এবং আইবিএম ১০০ মেগাহার্টজের পাওয়ারপিসি ৬০১ চিপ বাজারে ছাড়াছে। এটি কেবল দ্রুততরই নয় আকারেও খুব ছোট এবং এতে বিদ্যুৎ খরচ হবে ৮ ওয়াটের বদলে মাত্র ৪ ওয়াট। এবছরের মাঝামাঝি এটি সীমিত আকারে ছাড়া হবে। ব্যাপক উৎপাদন শুরু হবে বছরের শেষ দিকে। ✣

ইন্টেলের নতুন চিপ

ইন্টেল কর্পোঃ ৯০- এবং ১০০ মেগাহার্টজের পেন্টিয়াম ও ৭৫- এবং ১০০ মেগাহার্টজের IntelDX4 প্রসেসর বাজারে ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে। ইন্টেল জানিয়েছে তার নতুন পেন্টিয়াম প্রসেসরের কার্যক্ষমতা প্রতি সেকেন্ডে ১৬৬ মিলিয়ন ইন্সট্রাকশান। ১০০ মেগাহার্টজের এই পেন্টিয়াম ৬৬ মেগাহার্টজের IntelDX2-এর চেয়ে ১৭৫% দ্রুততর। ১৯৯৪ সালের মধ্যে তার মাইক্রোপ্রসেসর বাজারে ১৫% অংশ পেন্টিয়ামের করার জন্য ইন্টেল ১৫ কোটি ডলার ব্যয় করবে বলে জানিয়েছে। (গত সংখ্যা কমপিউটার জগৎ-এ সম্পর্কিত আরও খবর ছাপা হয়েছে)।

ইন্টেল ১৯৯৫ সালের মধ্যে তার পরবর্তী প্রজন্মের P6 প্রসেসর বাজারে ছাড়বে। এই চিপের পারফরমেন্স হবে প্রতি সেকেন্ডে ৩০০ মিলিয়ন ইন্সট্রাকশন। এতে পেন্টিয়ামের চেয়ে দ্বিগুণ– ছয় মিলিয়ন ট্রানজিস্টর সমন্বিত করা থাকবে।

এরই মধ্যে নতুন পেন্টিয়াম এবং Intel DX4 প্রসেসর ভিত্তিক সিস্টেম তৈরি করার ঘোষণা যে সমস্ত কোম্পানী দিয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে এসার, এএলআর, এএসটি, কম্প্যাক, ডিইসি, ডেল, গেইটওয়ে ২০০০, এইচপি, আইবিএম, এনইসি, ইউনিসিস, টিআই, তোশিবা, জিওস এবং প্যাকার্ড বেল। ✣

পেন্টিয়ামের প্রথম ক্লোন

(আমেরিকা প্রতিনিধি)

আমেরিকার ছোট্ট একটি কোম্পানী নেক্সজেন মাইক্রোপ্রোডাক্টস ইনক ইন্টেলের পেন্টিয়ামের ক্লোন বাজারে ছাড়ছে। NX586 নামের এই চিপে ইন্টেল চিপে যে সমস্ত সফটওয়্যার রান করে সেগুলো চালানো যাবে। তবে এটির জন্য ভিন্ন ডিজাইনের সার্কিট বোর্ড দরকার পড়বে।

আইবিএম-এর একজন প্রাক্তন কর্মকর্তা পল রো নেক্সজেনের পরিচালক। নেক্সজেনের এই চিপের নমুনা উৎপাদন করা হয়েছে আইবিএম-এর ফ্যাক্টরীতে। নেক্সজেনে অর্থ লগ্নীকারীদের মধ্যে রয়েছে কম্প্যাক এবং ওলিভেটির মত প্রতিষ্ঠান। ✣

বিপুল চাহিদা মিটাতে Creative Technology নতুন নতুন কারখানা স্থাপন করছে

সিঙ্গাপুরের ক্রিয়েটিভ টেকনোলজী লিঃ মালয়েশিয়াতে একটি এবং সিঙ্গাপুরে অপর একটি উৎপাদন কারখানা স্থাপন করছে। কোম্পানীটির পণ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। মালয়েশিয়ার ফ্যাক্টরীতে সাউন্ড কার্ড এবং সিঙ্গাপুরের ফ্যাক্টরীতে মাল্টিমিডিয়া পণ্য উৎপাদন করা হবে।

বর্তমানে ক্রিয়েটিভ তার কারখানায় এবং ১৫টি কোম্পানীর কাছ থেকে সাব-কন্ট্রাক্টে মালামাল নিয়েও বাজারে তার মাল্টিমিডিয়া পণ্যের চাহিদা পূরণ করতে হিমসিম খাচ্ছে। ✣

পাওয়ারপিসি চিপের দাম কমলো

মটরোলা কোম্পানী পাওয়ারপিসি ৬০১ মাইক্রো-প্রসেসরের দাম ১৫% কমানোর কথা ঘোষণা করেছে। পিসি প্রস্তুতকারকরা এখন থেকে পাওয়ার পিসির ৫০-, ৬৬- এবং ৮০- মেগাহার্টজ ভার্সন যথাক্রমে ২৩৮, ৩১৮ এবং ৪২৫ ডলারে কিনতে পারবেন।

এশিয়ার বেশ কয়েকটি পিসি প্রস্তুতকারকসহ এপল, ক্যানন এবং আইবিএম পাওয়ারপিসি ৬০১ ভিত্তিক পিসি তৈরি করবে। ✣

পাওয়ার ম্যাকিনটশ পেন্টিয়ামের চেয়ে দ্রুততর

ইনগ্রাম ল্যাবরেটরীজ নামক একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার ফলাফলে প্রকাশ, নতুন এপল পাওয়ার ম্যাকিনটশ বাজারের দ্রুততম পেন্টিয়ামভিত্তিক পিসির চেয়েও দ্রুতগতিসম্পন্ন। প্রতিষ্ঠানটির মতে পাওয়ার ম্যাকিনটশ ৮১০০/৮০ পেন্টিয়ামের চেয়ে ৬০% দ্রুততর। এটি ৪৮৬-এর চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে ১২ গুণ পর্যন্ত দ্রুত।

কোম্পানীটির পরীক্ষার ফলাফল –

মেশিন	পারফরমেন্স (৪৮৬ এসএক্স/২৫-এর গতির কতগুণ)
ম্যাকিনটশ ৮১০০/৮০	৭.৪৫
ম্যাকিনটশ ৬১০০/৬০	৫.৩২
পেন্টিয়াম/৬৬	৪.৬৬
পেন্টিয়াম/৬০	৪.০৬
ম্যাকিনটশ কোয়াড্রা ৬১০	২.২৮
৪৮৬ এসএক্স/২৫	১.০০

ফলাফলটিতে মূল্য/কার্যদক্ষতার অনুপাতেও পাওয়ার ম্যাকিনটশকে উচ্চতর অবস্থানে দেখানো হয়েছে।

সূত্র ঃ আনন্দপত্র বাংলা সংবাদ আবাস

বিসিসির তথ্য-উপলব্ধি

ডাটা এন্ট্রি দিয়ে শুরু করে হাত পাকিয়ে....

আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় দেশের বর্তমান সফটওয়্যার এবং ডাটা এন্ট্রি সেবার মান নির্ণয়ে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO)-র সহযোগিতায় ৬ মাস ব্যাপী এক প্রকল্প চালু করেছে। এর প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের এ পর্বের মূল দায়িত্বে ছিলেন UNIDO কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত সফটওয়্যার কনসালটেন্ট জন মরিসন।

সম্প্রতি বিসিসি এ উপলক্ষ্যে বিজনেস এডভাইজরী সার্ভিস সেন্টারে এক সেমিনারের আয়োজন করে। কেন্দ্রের পরিচালক মাহবুবুল হক খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে ইউএস এইডের প্রতিনিধিসহ দেশের অনেক কমপিউটার ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

মিঃ জন মরিসন দেশের কমপিউটার সফটওয়্যার কোম্পানীসমূহের উপর তার জরীপের ফলাফলের উপর বক্তব্য রাখেন। তিনি জানান প্রাপ্ত ফলাফল থেকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে এদেশে সফটওয়্যার তৈরির মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ের। তিনি দেশে যথোপযুক্ত ডাটা নেটওয়ার্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তার মতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির বাজার হচ্ছে ডাটা এন্ট্রি, প্রোগ্রামিং এবং সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন, বাংলাদেশ কোনটিতে ভাল করবে এ মুহূর্তে সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে তিনটিতেই কমপিউটার এবং নেট ওয়ার্ক দরকার। ডাটা এন্ট্রি দিয়ে শুরু করে হাত পাকিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান একই স্থাপনা নিয়ে সফটওয়্যার উন্নয়ন বা সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন পর্যায়ে যেতে পারে তিনি অবিলম্বে স্যাটেলাইটভিত্তিক হাইস্পীড ডাটা কমিউনিকেশন চালু করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

ASTএবং ACER ১০০ মেগাহার্টজের পেন্টিয়াম ভিত্তিক পিসি/সার্ভার ছাড়ছে

ইন্টেল তার ১০০ মেগাহার্টজ পেন্টিয়ামের ঘোষণা দেবার সাথে সাথে এএসটি রিসার্চ এবং এসার আমেরিকা নতুন এই চিপভিত্তিক বিভিন্ন মডেলের পিসি এবং সার্ভার বাজারজাত করার ঘোষণা দিয়েছে।

এএসটির নতুন Bravo LC4/100t নামের IntelDX4 প্রসেসর ভিত্তিক পিসি আভ্যন্তরীণভাবে ১০০ মেগাহার্টজে এবং বাহ্যিকভাবে ৩৩ মেগাহার্টজে কাজ করবে। এই সিরিজে রয়েছে বেশ কয়েকটি মডেল।

এএসটি Premmi GX নামে ৯০ এবং ১০০ মেগাহার্টজ পেন্টিয়ামভিত্তিক ডেস্কটপ সিস্টেম বাজারে ছাড়ছে। বিবিধ ফীচারযুক্ত এই মডেলগুলো এবছর মাঝামাঝি সময় বাজারে ছাড়া হবে। সকল সিস্টেমেই ৩ বছরের ওয়ারেন্টি দেয়া হবে।

এসার তার AcerAltos 800 এবং 7000 লাইনে বেশ কয়েকটি নতুন সার্ভার যোগ করছে। এন্ট্রিলেবেলের AcerAltos 800 সার্ভার 486DX2/66 এবং Intel DX4 ভিত্তিক এবং তা ৩২ জন পর্যন্ত ব্যবহারকারী উপযোগী।

Acer Altos 7000 সার্ভার ৬৪ জন ব্যবহারকারীর উপযোগী। এতে শিগগিরই ৯০- এবং ১০০ মেগাহার্টজের পেন্টিয়াম ব্যবহার করা হবে।] ✣

(বিস্তারিত আগামী সংখ্যায়)

উচ্চাভিলাষী ডাটা নেটওয়ার্ক প্রকল্প

হাইটেক প্রযুক্তির অগ্রপথিক ক্রেইগ ম্যাক্‌ক এবং উইলিয়াম এইচ গেইটস ৯ বিলিয়ন ডলারের একটি "গ্লোবাল স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেম" গড়ার এক উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

এটিকে বেতার "গ্লোবাল ইন্টারনেট" আখ্যা দিয়ে তাঁরা আশা করছেন বহু কোম্পানী এবং সরকার এ উদ্যোগে সহযোগিতার হাত বাড়াবেন। নতুন এই জোটের নামকরণ করা হয়েছে টেলিডেসিক কর্পো.। ২০০১ সালের মধ্যে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে নীচ দিয়ে ২১টি কক্ষ পথে প্রদক্ষিণকারী ৮৪০টি ছোট্ট উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে বেতারে যে কোন স্থানে ক্যাবল সংযোগের মত খরচে কণ্ঠস্বর, ডাটা এবং ভিডিও আদান প্রদান করা যাবে। আন্তর্জাতিকভাবে সরকার, সংস্থা, গবেষক ও ভোক্তাদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে।

তবে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করতে হলে বিশেষ করে প্রায় প্রতিটি দেশের টেলিফোন সংস্থা এবং জোটের সহযোগিতার দরকার পড়বে। কিন্তু ইলেকট্রনিক ডাটা সিস্টেম-এর ব্যারি গুডস্টার্ট-এর মতে– "মটরোলার ইরিডিয়াম প্রকল্পসহ আরও যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে তার সাথে প্রতিযোগিতা করা খুব একটা সহজ হবে না। গ্রাম্য এলাকায় এটির প্রয়োজন আছে সত্যি, কিন্তু বাংলাদেশের একজন ক্রেতা কত পে করতে পারবে। এ ধরণের আয় থেকে প্রকল্পটি চালু রাখতে হবে। তাছাড়া নীচু কক্ষপথের সিস্টেম সস্তা হলেও জিওস্টেশনারীগুলোর চেয়ে এরা কক্ষপথের বাইরে বেশি হারে ছিটকে পড়ে। বছরে ১০% এ রকম স্যাটেলাইট নষ্ট হলে অন্যান্য খরচ ছাড়াও বছরে স্বাভাবিক কার্যক্রম চালানোর জন্য টেলিডেসিককে ৮৪টি স্যাটেলাইট প্রতিস্থাপন করতে হবে।" ✣